ধর্ষণ অভিযোগে বুয়েট শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার, ক্যাম্পাসে রাতভর বিক্ষোভ

সংগৃহীত ছবি

ধর্ষণের অভিযোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এক শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। অভিযুক্ত শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত রায়, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল (ইইই) বিভাগের ২১ ব্যাচের ছাত্র এবং আহসানউল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষার্থী।

অভিযোগ অনুযায়ী, শ্রীশান্ত এক মুসলিম ছাত্রীকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধর্ষণ করেন এবং পরবর্তীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রেডিটে ঘটনাটি নিয়ে গর্ব করেন। এছাড়া তিনি বোরকা, হিজাব ও নারীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটির স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তারা অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার ও স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের দাবি জানান।

LENS ASIA

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বুয়েট প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম মাসুদ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সামনে এসে ঘোষণা দেন যে, শ্রীশান্ত রায়কে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, বুধবার উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করে তার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়াও চলছে।

একই সময় (রাত সাড়ে ১২টার দিকে) ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতেও জানানো হয়—শ্রীশান্ত রায়ের ছাত্রত্ব সাময়িকভাবে বাতিল করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।